গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২৩৮

তারিখঃ ১৪/০৮/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৫.০০টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

১৪/০৮/২০১৭ইং তারিখ সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাসঃ

রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমুহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি:মি: বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

ভারী বর্ষণের সতর্কবাণী: সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আজ (১৪-০৮-২০১৭ খ্রিঃ) সকাল ১০টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪ - ৮৮ মি:মি:) থেকে অতি ভারী (৮৯ মি:মি: বা অধিক) বর্ষণ হতে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের পাহাড়ী এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.২	২৯.৪	৩০.৫	৩১.৮	৩২.৩	২৯.০	৩৩.০	৩২.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.২	২৫.৮	২৪.৭	২৫.৪	২৫.৬	২৪.০	২৫.৭	২৫.৯

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল খুলনা ৩৩.০ °সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সৈয়দপুর ২৪.০° সে.।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০টা পর্যন্ত)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০০ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৬০ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৭ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	২৩ টি	বিপদসীমার উপরে	২৭ টি

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৭২ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৭২ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।
- সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।

বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন):

নদীর নাম	পানি সমতল স্টেশন	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি (+)/হ্রাস(-)(সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
ধরলা	কুড়িগ্রাম	+১৯	+১৩১
যমুনেশ্বরী	বদরগঞ্জ	+২৭	+১২৬
ঘাঘট	গাইবান্দা	+৫৪	+৬৮
ব্রহ্মপুত্র	নুনখাওয়া	+৪২	+০৭
ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	+৪৮	+৭৩
যমুনা	বাহাদুরাবাদ	+৫৪	+১১৮
যমুনা	সারিয়াকান্দি	+৪৭	+৯০
যমুনা	কাজীপুর	+৫৯	+১০০
যমুনা	সিরাজগঞ্জ	৪৬	+৯৬
গুর	সিংড়া	+৪৭	+০৮
আত্রাই	বাঘাবাড়ী	+৪১	+১২
ধলেশ্বরী	এলাসিন	+৩৪	+৩৭
পুনর্ভবা	দিনাজপুর	+১০	+৭৮
ইছ-যমুনা	ফুলবাড়ী	+৩৪	+৪

টাংগন	ঠাঁকুরগাঁও	-৮০	+১
আপার আত্রাই	ভুসিরবন্দর	-২৭	+৪৬
ছোট যমুনা	নওগাঁ	+৬৯	+৪৯
আত্রাই	মহাদেবপুর	+৫৬	+৩৭
পদ্মা	গোয়ালন্দ	+৪৮	+১৬
সুরমা	কানাইঘাট	-৯	+৯৭
সুরমা	সিলেট	+১১	+৩৮
সুরমা	সুনামগঞ্জ	+১০	+৯১
কুশিয়ারা	অমলশীদ	+১১	+৮২
কুশিয়ারা	শেরপুর	+৬	+৭০
কুশিয়ারা	শেরপুর-সিলেট	-১	+৯
সোমেশ্বরী	দুর্গাপুর	+৬	+১৩
কংস	জারিয়াজাঞ্জাইল	+৫	+১৮১

গত২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মিমি)	ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)
লরের গড়	১৯৫.০	সিলেট	৫৪.০
সুনামগঞ্জ	৬৮.০	জামালপুর	৪৯.০

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ড নেই।

বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

১) দিনাজপুরঃ জেলা প্রশাসক দিনাজপুর জানান যে, তার জেলার ৭ টি উপজেলা ও ১ টি পৌরসভা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। দিনাজপুর জেলায় সাপের কামড়ে ২ জন, মাটির দেয়াল ধসে ২ জন এবং ডানিতে ডুবে ১০ জনসহ মোট ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলায় মোট ২৫০টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রিত লোকসংখ্যা মোট ১,৩৫,০০০ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২) নীলফামারীঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানির তোড়ে জেলার ৬ টি উপজেলা ও ৫১টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় নীলফামারী জেলায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্লাবিত এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে।

৩) লালমনিরহাটঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, জেলার ৫ টি উপজেলার ৩৫টি ইউনিয়ন বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। ১০৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জ ন্য ১০০ মেট্রিক টন জি আর চাউল ও ৫,০০,০০০জিআর ক্যাশ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বন্যায় এ জেলায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৃত ব্যক্তি পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত জেলার তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৬৫ সে. মি. এবং ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার ১১২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। ধরলা নদীর তীরবর্তী ৪৫.৫ কিঃমিঃ বাঁধের সদর উপজেলার ৪টি পয়েন্টে বাঁধ ভেংগে ধরলা ও রত্নাই নদী একত্রে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির প্রতি সতকৃ দৃষ্টি রাখছে।

৪) ঠাকুরগাঁওঃ সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টা উপজেলার (ঠাকুরগাঁও সদর, রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ ও হরিপুর) নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হয়েছে। সদর উপজেলায় ১৪ বছরের একটি ছেলে নিখোজ আছে। বন্যার পানি কমছে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

৫) কুড়িগ্রামঃ জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম জানান যে, তার জেলার ৯টি উপজেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজারহাট, সদর, ভূরুংগামারি, ফুলবাড়ি ও নাগেশ্বরী উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজারহাট উপজেলার কালুয়া পয়েন্টে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং একই বাঁধের সদর উপজেলার আরেক অংশের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

৬) পঞ্চগড়ঃ জেলা প্রশাসক পঞ্চগড় জানান যে, তার জেলার ৪ টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। ১৫৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২৯,০০০ লোক আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। ৫০ মেট্রিক টন জি আর চাউল, ৫,০০,০০০জিআর ক্যাশ এবং ২,০০০প্যাকেট শুকনো খাবারের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জেলাপ্রশাসক গণ জানান বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

৭) গাইবান্ধাঃ অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টি উপজেলার ১৬ ইউনিয়নের ১৩৮টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি উঠার কারণে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৭৮ কিঃমিঃ বাঁধের ৮টি পয়েন্ট ঝুঁকিপূর্ণ। সেনা বাহিনী ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মিলিতভাবে বাঁধ মেরামতের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি ৭৮ সে. মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

৮) সিরাজগঞ্জঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, আজ যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৯১সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। আশংকা করা হচ্ছে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। এখন পর্যন্ত কোন উপজেলা থেকে কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

৯) বগুড়াঃ সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলা চরাঞ্চলের ১৪টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যাক্রান্ত এলাকার ৩১০টি পরিবার বিভিন্ন বাঁধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য ৫০ মেঃটন জিআর চাল ও ০১(এক) লক্ষ টাকা উপবরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

১০) রাজবাড়ীঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজানের পানির তোড়ে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পয়েন্টে নদীর পানি ১৬ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে গোয়ালন্দ ও সদর উপজেলার বেশ কিছু ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। তাছাড়া পাংশা ও বালিয়াকান্দি উপজেলার নিচু এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। পরিস্থিতির প্রতি জেলা প্রশাসন সার্বিক নজর রাখছেন।

১১) মাদারীপুরঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মাদারীপুর জানান জেলার নদীর পানি এখনও বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। তবে নদী ভাংগণ প্রবল আকার ধারণ করেছে।

১২) শরীয়তপুরঃ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয় যে, জেলার জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ উপজেলায় নদী ভাংগন দেখা দিয়েছে। তবে এখনও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

১৩) ফরিদপুরঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৩টি উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।

১৪) নেত্রকোনাঃ নদীর পানি বৃদ্ধি ও বৃষ্টির পানিতে জেলার ৫ উপজেলার ২৬টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় বেশ কিছু ঘলবাড়ী এ ফসলাদিরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

১৫) বি-বাড়ীয়াঃ অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৩৭টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছিল। বর্তমানে বন্যার পানি নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

** **বন্যায় ক্ষয়ক্ষীত ও ত্রাণ তৎপরতার বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' তে দেখানো হলো।**

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x**২৪**) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** Email: **ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com, হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ** অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮।

পরিশিষ্ট 'ক'

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ

(জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

তারিখঃ ১৪.০৮.২০১৭ খ্রীঃ

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতি উপ-জেলা	ক্ষতিঃ পৌর সভা	ক্ষতিঃ ইউনিয়ন	ক্ষতিঃ গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (হেক্টরে)		মৃত লোক	মৃত হাঁস-মুরগী	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান		ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা		ক্ষতি ব্রীজ/ কাল ভার্ট	ক্ষতিঃ বাঁধ কিমিঃ		আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে	আশ্রিত লোক সংখ্যা
						সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সং		সঃ	আং	(স)	(আং)		সঃ	আং		
১	দিনাজপুর	১০		৭৮	৫৫৪	২২৯২৮	৮৭৯৯১		৪৪৩৬৭৬					১৪									৩৬৯	২২০২২৫
২	নীলফামারী	৬	৪	৫১			৪১৫৩৫		১৬৬১৪০	৩০১	৪১২৩৪		৩৮০৫০	২							৫.	১৫	৪৬	৬০০০
৩	লালমনিরহাট	৫		৩৫			১০২৭৫০						২৫২৩৫	১								৫০	১০৮	২৫৯৩৬
৪	কুড়িগ্রাম	৯		৫৪	৭৭১		১০২১৪২		২৯১৬৬০		৬৪৬৭৫		৩৬২০		৩		৪৯	০.১	২০৩.	২৩			২৯৯	
৫	ঠাকুরগাঁও	৫	৩	৪৭	২০০		১৬১০০		১,০০,০০০	৫০০	২০০০		২৬২১৩										৫৮	২৫০০০
৬	পঞ্চগড়	৫	১	৪৬			৪৫৩০৫																১৫৮	২৯০০০
৭	গাইবান্ধা	৫		১৬	১৩৮		৩৪৯৫৬		১৩৯০০২		১৮৯৬০		৫০৪০										২৩	৪৩৪০
৮	বগুড়া	৩		১৪	১৯১		১৭৩২৫		৬৯৩০০															১২৪০
৯	সিরাজগঞ্জ	৫		৪৫																			১৭৬	
১০	সুনামগঞ্জ	৮		৫৩			১৮৬৫০		৯১৪৫০				৫১০১											
১১	নেত্রকোনা	৫		২৬			৩০৭৯৩		১১৮৯০০		২০৩৮		৬০২৬				৮৩		১৪৮			২	৬	৫৫০
১২	বি-বাড়ীয়া	২		৫	৩৭		৮০০		৩৩২০				১১৩০											
১৩	চাঁদপুর		বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই। নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।																					
১৪	শরিয়তপুর		বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। তবে নদী ভাংগন প্রবল আকার ধারণ করেছে।																					
১৫	মাদারীপুর		বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। তবে নদী ভাংগন আছে।																				৪৭	
১৬	ফরিদপুর	৩		৯			১৭৬০		৮৮০০	৩০৫	২১৫													
১৭	রাজবাড়ী	৫	৩	১৫																				
১৮	গোপালগঞ্জ		বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই।																				৪০	১০২৬০
১৯	যশোর	৩		২৪			১২১৫৫		১১৮৩৩৪															
	সর্বমোট	৭৯	১১	৫১৮	১৮৯১	২২৯২৮	৫১২২৬২	০	১৪৫০৫৮২	১১০৬	১২৯১২২	০	১১০৪১৫	১৭	৩	০	১৩২	০	৩৫১	২৩	৫	৬৭	১৩৩০	৩২২৫৫১

পরিশিষ্ট 'খ'

আগষ্ট, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ

তারিখঃ ১৪.০৮.২০১৭ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)			জিআর ক্যাশ			শুকনো খাবার (প্যাকেট)	
		মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	বরাদ্দ	বিতরণ
	দিনাজপুর	২৯১	৬৭	২২৪.০০০	১০৩০০০০	১১০০০০	৯২০০০০		
	নীলফামারী	২৭৪	২০৫	৬৯.০০০	৯১৫০০০	৮০০০০০	১১৫০০০	২০০০	
	লালমনিরহাট	৩০২	১৬০	১৪২.০০০	৯৩৫০০০	৪৭৫০০০	৪৬০০০০	২০০০	
	কুড়িগ্রাম	৫০০	৫০০	০	১২৫৫০০০	১২৫৫০০০	০		
	ঠাকুরগাঁও	১২৪	৪২	৮২	৩২০০০০	১২০০০০	২০০০০০	২০০০	
	পঞ্চগড়								
	গাইবান্ধা	৫৯৪	৩৭৬	১১৪	১৩১০০০০	৮৬০০০০	৪৫০০০০		
	বগুড়া	২৬৫	৫০	২১৫.০০০	৭৫৫০০০	১০০০০০	৬৫৫০০০		
	সিরাজগঞ্জ								
	সুনামগঞ্জ	২৮৯	১৪৩	১৪৬	৪০০০০০	১১০০০০	২৯০০০০	২০০০	১০০০
	নেত্রকোনা	১৯৩	২৫	১৬৮	৩০০০০০	১৬০০০০	১৪০০০০		
	বি-বাড়ীয়া	১৩০	১৬	১১৪	৩৮০০০০	৩০০০০	৩৫০০০০		
	শরিয়তপুর	১২৫	২৪	১০১	৩৫০০০০	১০৪০০০	২৪৬০০০		
	মাদারীপুর	১০০	২৮.৫	৭১.৫	৩০০০০০	১৯৫০০০	১০৫০০০		
	ফরিদপুর	২০০	১২	১৬৮	৪০০০০০	৯০০০০	৩১০০০০		
	রাজবাড়ী	৭২.৭৭০		৭২.৭৭০	১৮২০০০		১৮২০০০		
	যশোর	১৯৮	৮৪	১১৪	৭০০০০০	৪৫০০০	৬৫৫০০০		
	হবিগঞ্জ	২০০		২০০.০০০	১৮৫০০০		১৮৫০০০		
	মোট	**২৯৯১**	**১৩০০**	**১৫৬৬**	**৬৮৩৭০০০**	**৩০৬৯০০০**	**৩৭৬৮০০০**	**৪০০০**	**১০০০**

(জি,এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৫১১৫